তারিখ ... 02 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষা ■ ড. মো. শওকত হোসেন

তরুণদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান জরুরি

আমাদের তরুণ ও যুবসমাজ এ জাতির জন্য অনেক সাফল্য এনে দিয়েছে। এদের জন্যই আজ আমরা ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছি। মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে দেশের সকল কল্যাণকর আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদের তরুণ ও যুবসমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তাই তরুণ ও যুবসমাজকে সুযোগ্য ও সুনীতিপরায়ণ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা দেশকে আরো এগিয়ে নিতে পারি।

অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে তরুণ সমাজের শিক্ষার হার বেশি। শিক্ষার প্রতি গণমানুষের আগ্রহ ও যত্ন যেমন বেড়েছে, তেমনি শিক্ষা লাভের সুযোগও বেড়েছে। শিক্ষা লাভের ফলে আমাদের তরুণ সমাজ কর্মযোগ্য বা অধিকতর দক্ষ হয়ে উঠছে—এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে আবশ্যকীয়ভাবে যেটা দরকার তা হলো নৈতিকতা। কেবল শিক্ষা হলেই চলবে না, দরকার সুশিক্ষা। কেবল যোগ্য হলেই চলবে না, হতে হবে সুযোগ্য। আর এজন্য দরকার যথাযথ নৈতিক শিক্ষা; নৈতিক শিক্ষা ছাড়া সকল শিক্ষাই অর্থহীন হতে পারে। কেননা একজন শিক্ষিত যোগ্য বা দক্ষ মানুষ যদি অনৈতিক হয়, অশুভ মানসিকতা দ্বারা চালিত হয় তবে একজন অশিক্ষিত ও অদক্ষ মানুষের চাইতে সে অধিকতর অকল্যাণ কাজ করতে পারে। তাই তরুণদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে যত রকম শিক্ষার আয়োজন করা হোক না কেন তার সাথে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা জরুরি। কেবল তরুণদের শিক্ষায়ই নয় শিশু শিক্ষা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার সর্বস্তরেই যথাযোগ্য নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা দরকার। আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতিতেই নৈতিক শিক্ষার আবশ্যিকতা দেখানো হয়েছে এবং সর্বস্তরে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমের কোনো স্তরেই সর্বজনীন নৈতিক শিক্ষার পাঠ সংযুক্ত নেই। স্কুল পর্যায়ে ধর্মশিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষাকে এক করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে কোনোভাবেই নৈতিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটা শিক্ষা নীতির পরিপন্থী। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। শিক্ষার্থীরা নানারকম বিষয় পাঠ গ্রহণ করছে। তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এগুলো সহায়ক হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের মানসলোককে আলোকিত করার জন্য, তাদের চিন্তা-চেতনাকে সুন্দর, কল্যাণকর ও উন্নত করার জন্য বিশেষভাবে কোনো বিদ্যার পাঠ প্রদান করা

হয়নি। তাদের বিবেকবোধ জাগ্রত হয়, নৈতিক-চরিত্র সুদৃঢ় হয় এমন শিক্ষার কোনো বিশেষ পাঠ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারণ করেনি। যদি 'নীতিবিদ্যা' নামক একটি বিষয় পাঠ্য করা হতো তা হলে নীতি-নৈতিকতা কী, ভালো কী, মন্দ কী, ন্যায়-অন্যায় কী, মানুষ নামের সার্থকতা কী, আমাদের কেন নৈতিক হতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারতো। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা বর্ণবাদ, লিঙ্গ বৈষম্য, ইভটিজিং, ধর্ষণ, পণ্য ভেজাল, মাদক সেবন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ইত্যাদি কাজ কেন অনৈতিক তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে জানতে পারতো, বুঝতে পারতো। আর এভাবে তাদের মধ্যে এক ধরনের বোধ উদয় হতো, চেতনা জাগ্রত হতো যা তাকে নৈতিক কাজ করার উৎসাহ জোগাতো এবং অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার প্রেরণা প্রদান করতো। 'নীতিবিদ্যা' হচ্ছে নীতি-নৈতিকতার ব্যাকরণ। এমনিতে সামাজিক জীব হিসেবে আমরা কম-বেশি নীতি-নৈতিকতার জ্ঞান লাভ করে থাকি। পরিবার থেকে, ধর্মশিক্ষা থেকেও আমরা নৈতিক জ্ঞান পেয়ে থাকি। আমার এক রাজনীতিক বন্ধু তার রাজনৈতিক পোস্টার ব্যানারে বিভিন্ন নৈতিক স্লোগান লেখেন, যানবাহনের পেছনেও অনেক নৈতিক শিক্ষামূলক কথা লেখা থাকে—এ সবই নীতিশিক্ষার সহায়ক হতে পারে। কিন্তু 'নীতিবিদ্যার' পাঠ গ্রহণকারী একজন ব্যক্তি নীতি-নৈতিকতার মৌলিক দিকসমূহ অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে জানতে পারে। আমাদের তরুণ সমাজকে তাই 'নীতিবিদ্যার' পাঠ গ্রহণের সুযোগ দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের দেশ এখন আর গরিব দেশের তালিকায় নেই। আমরা এখন মধ্যবিত্তদের তালিকায় উন্নীত হয়েছি। নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে আমরা উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যায়ে ওঠার প্রচেষ্টায় আছি। এই উদ্যোগ ত্বরান্বিত হতে পারে যদি তরুণ সমাজকে সুদৃঢ় নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাখা যায়। এ জন্য আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের উদ্যোগ নিতে হবে যেন মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান সব শাখাতেই 'নীতিবিদ্যার' পাঠ আবশ্যিক করা হয়। এতে করে সরকার বা এনসিটিবির কোনো অতিরিক্ত খরচ বা ঝামেলা তেমন কিছুই নেই। সরকার অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও শিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছে। 'নীতিবিদ্যা'র মতো অতীব জরুরি এবং জাতীয় অগ্রগতির নিয়ামক একটি বিষয়ের জন্য পদ সৃষ্টি সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কেননা দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও সার্বিক কল্যাণের জন্যই সরকারের কাজ করা উচিত।

● লেখক : সহকারী অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
sowkot.hossain@yahoo.com